কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 JAN 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 9

# যে অপরাধে বহিষ্কার ঢাবির ১৯ শিক্ষার্থী

রফিকুল ইসলাম ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে গত এক বছরে। নিষিদ্ধ সংগঠনে জড়িত থাকা, মুক্তিপণ আদায়, নারী লাঞ্ছনা, মাদক ব্যবসা, ভর্তি জালিয়াতিসহ নানা অপরাধে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এসব শিক্ষার্থী। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের কঠোর শাস্তির বিকল্প পাচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। গত রবিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায়ই ১৬ জনকে আজীবনের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে আরো তিন শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে প্রশাসন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কঠোর শাস্তি না দিলে এ ধরনের অপরাধ কমানো সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা করে কেউ যদি দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে, বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায় তাহলে তাদের ছাত্রত্ব থাকার সুযোগ নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

## যে অপরাধে বহিষ্কার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আমজাদ আলী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের কঠোরতা প্রদর্শন ছাড়া বিকল্প নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানিয়েছে, বহিষ্কৃতরা সুনির্দিষ্ট অপরাধের দায়ে সাজা পেলেও ক্যাম্পাসে নানা ঘটনায় ছিল আলোচিত। বেশির ভাগের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ছিল প্রকাশ্য। 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় তাদের অনুসারীরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড ত্যাগ করবে বলে মনে করছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অপরাধমূলক ঘটনার পরও তাদের যারা আশ্রয়' দিত, বহিষ্কার ঘটনায় তারাও সতর্ক হবে। আলোচিত এ প্রশাসনিক পদক্ষেপে সন্তুষ্ট অধিকাংশ শিক্ষার্থী।

সূত্র জানায়, বহিষ্কৃত ১৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে নূরে আলম মো. সিহাব উদ্দিন, মো. সাইদি হাসান সজীব, তরিকুল ইসলাম, নকিব ফারহান, মো. আলমগীর হোসেন ও আব্দুল মতিন জড়িত ছিল নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের সঙ্গে। গত বছরের জুন মাসে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সিহাব ও সজীবের লিফলেট বিতরণের দৃশ্য। ৭ জুলাই আরেকটি ফুটেজ বিশ্লেষণে সিহাবের সঙ্গে তরিকুল, নকিব ও আলমগীরকে লিফলেট বিতরণ করতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের পুলিশে সোপর্দ করার পাশাপাশি সাময়িক বহিষ্কার করেছিল। আব্দুল মতিন হিযবুত তাহ্‌রীরের লিফলেট, সিডিসহ সেপ্টেম্বরে ধরা পড়েছিল প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে। হিযবুত তাহ্‌রীরের লিফলেটসহ ১৭ জানুয়ারি গ্রেপ্তার হওয়া মার্কেটিং বিভাগের মো. সোলাইমানকেও স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে বহিষ্কৃতরা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের মো. ফরহাদ উদ্দিন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এস এম ইমরুল কায়েস শুভ ও প্রাচ্যকলা বিভাগের দীন মোহাম্মদ। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহের কথা বলে তারা কয়েক লাখ টাকা নিয়েছিল। অন্যের হয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মো. আলী হোসেন জনি, মার্কেটিং বিভাগের মেহেদী হাসান সুমন ও ফার্মেসি বিভাগের রাসেল সোহরাবকে। তারা টাকার বিনিময়ে ও রাজনৈতিক কারণে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। ধরা পড়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সাজা দেওয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত তখন চূড়ান্ত করা যায়নি।

গভীর রাতে ৪ সেপ্টেম্বর টিএসসিতে এক নারীকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় বহিষ্কার করা হয়েছে ভূতত্ত্ব বিভাগের আমির হোসেন নাহিদকে। অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর ও অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাদ্দাম হোসেনকে। টিএসসিতে ছাত্রী লাঞ্ছনার দায়ে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে অমর একুশে হলের তিন ছাত্র রাতুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও নাজমুস সাকিবকে। ১৭ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীকে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়ের ঘটনায় আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে ছাত্রলীগ নেতা এবং পালি ও বুদ্ধিস্ট বিভাগের শিক্ষার্থী রাজিব বাড়ৈকে। লিফলেট বিতরণ ও অসদাচরণ করায় বহিষ্কার হয়েছে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের আরেফিন হোসেন।

এ ছাড়া গত বছর মার্চ মাসে উপাচার্যের স্বাক্ষর জাল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউল্যাব স্কুলে দুই শিক্ষার্থী ভর্তি করতে গিয়ে ধরা পড়ে সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী দেবাশীষ শিকদার সিদ্ধার্থ। ৮০ হাজার টাকা চুক্তিতে ছাত্রলীগের এ নেতা ভর্তির অপচেষ্টা চালায়। তাকেও বহিষ্কার করা হয়েছে। গত বছরের ১৯ জানুয়ারি হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ইয়াবাসহ আটক হওয়া মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাসেল উদ্দিনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।